www.priofaridpur.com

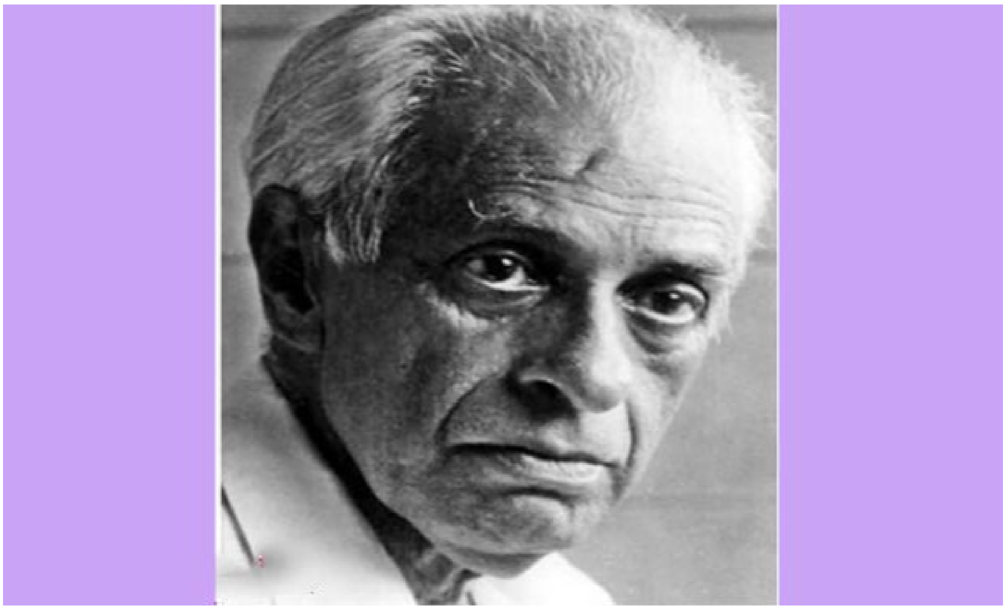

নাট্যকার নুরুল মোমেন

১৯০৮ সালের ১লা মার্চ

ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলার বুড়াইচ গ্রাম

বিশ্ববিখ্যাত নেমোসিস রচয়িতা নুরুল মোমেন ১৯০৮ সালে যশোর জেলার বর্তমান ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলার বুড়াইচ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। নুরুল মোমেন মূলত ছিলেন একজন নাট্যকার।

তিনি ঢাকা গর্ভমেন্ট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাশ করেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল. এল.বি , এম. এ পাশ করেন। কোলকাতা হাইকোর্ট এ আইন ব্যবসা শুরু করেন। এরপর কর্মজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে যোগ দেন ১৯৪৫ সালে । ১৯৪৮ সালে তাঁর বহুরূপা নামে একটি রম্যরচনা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ সালে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি ইংল্যান্ড গমন করেন এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের উপর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৫১ সালে । লন্ডন অবস্থানকালে তিনি বিবিসি-র বাংলা অনুষ্ঠানে ‘কাকলী’ নামে শিশুদের আসর পরিচালনা করেন। এ সময় লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসে তিনি এক বছর শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট ছিলেন ১৯৫৭ সালে। এছাড়াও তিনি আইন বিভাগের ডিন নিযুক্ত হন ১৯৬৩ সালে। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও ট্রেজারার ছিলেন । ১৯৭২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন।   পরে বি বি সির শিশু বিভাগের পরিচালক হন। পান্ডিত্য পূর্ণ এবং গবেষণা মূলক রচনার ক্ষেত্রে তিনি নন্দিত। তাঁর লেখা গ্রন্থপুঞ্জি নেমোসিস (নাটক ১৯৪৮), রুপান্তর (১৯৫৯), যদি এমন হতো (১৯৬০), নয়াখান্দান (১৯৬২), আলো ছায়া (১৯৬২), আইনের অন্তরালে (১৯৬৭), শতকরা আশি (১৯৬৯), যেমন ইচ্ছা তেমন (১৯৭০), হিংটিং ছট (১৯৭১), রম্য রচনা, বহুরুপি, নরসুন্দর (১৯৬১), হলক বারিফিনের দুঃসাহসিক অভিযান (১৯৮৫), সম্মান (১৫), অন্ধকারটাই আলো, হোসেন সর্দারের উইল, মুসলীম আইন ইত্যাদি ।

নাট্যগুরু নামে তিনি পরিচিত। ১৯৬১ সালে নাটকের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। ১৯৬৭ সালে পাকিস্থান সরকার কর্তৃক সিতারা-ই-ইমতিয়াজ এবং ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশে পদক লাভ করেন। ১৯৭১ সালে রেডিও পাকিস্থান ঢাকা

কেন্দ্র থেকে হিং টিং ছট অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতেন